দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২ ...

শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা কাম্য

বরিশালে বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছে শনিবারের ইত্তেফাকে। শিক্ষক নিয়োগের বেলায় ম্যানেজিং কমিটির সাথে অবৈধ লেনদেনে জড়াইয়া পড়েন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অভিযোগের ভিত্তিতে কিছু নিয়োগ বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারি পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা। স্কুলগুলির পক্ষে কাজ করেন ম্যানেজিং কমিটি। নিয়োগ-পরীক্ষায় জড়িত থাকার কথা দুইটি সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্য হইতে যাচাই-বাছাই করিয়া সেরাদের নিয়োগের জন্য নিয়ম-নীতি চালু আছে। শিক্ষিত বেকারবহুল দেশে যোগ্য প্রার্থীরও অভাব নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাধ্যমিক বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের বেলায় ঘুষ-বাণিজ্যের বিষয়টি যেন অলিখিত প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। শুধু দক্ষিণাঞ্চলে নহে, ইহা গোটা দেশেরই চালচিত্র। নিয়োগের সঙ্গে জড়িত অসাধু সব চক্রের যোগসাজশে ঘুষের জোরে কত শত অযোগ্য প্রার্থী যে শিক্ষকতা পেশায় আসিতেছেন, উহার সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। মাঝেমধ্যে বিভিন্নপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে একে অপরের প্রতি অভিযোগ তোলেন বলিয়া ঘুষ বাণিজ্যের ব্যাপারটি প্রকাশ্যে আসে। ফলে শিক্ষামানের অধঃপতনের বিষয়টিও চাপা থাকে না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পরই শিক্ষা খাতে প্রতিশ্রুত উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব দিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রণীত হইয়াছে যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি। নূতন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাব্যবস্থায় ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছে সরকার। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিনামূল্যের বই পৌঁছানো, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফলাফলের অগ্রগতিও বেশ আশাব্যঞ্জক। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের ভূমিকার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, ইহা বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একজন মানুষের প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিবার পিছনে বাবা-মায়ের চাইতে শিক্ষকদের অবদান তুচ্ছ নয়। সভ্যতা বিকাশের পশ্চাতে রহিয়াছেন শিক্ষক সমাজ। শিক্ষাকে সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে ধরিলে জাতি গঠনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিকল্প নাই। আমাদের সমাজেও শিক্ষকদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার ঐতিহ্য বেশ পুরাতন। কিন্তু হালে শিক্ষক পেশার মর্যাদা ও গুরুত্ব ক্ষুণ্ন করিতেছেন যোগ্যতা ও নৈতিকতার মানশূন্য শিক্ষকরা। শিক্ষামানের অবক্ষয় ও শিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্দশার সঙ্গে শিক্ষক সমাজের দৈন্য ও দুর্দশা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পেশা হিসাবে শিক্ষকতা পেশাকে বাছিয়া লইবার স্বপ্ন দেখেন— এমন মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থী খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ইহার কারণ তুলনামূলকভাবে এই পেশায় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যেমন কম, তেমনি সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাও প্রশ্নবিদ্ধ। বহু শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ঠিকমতো শিক্ষাদান করিবার বদলে প্রাইভেট কোচিং পড়াইয়া অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকেন। আবার ঘুষ দিয়া যাহারা এই পেশায় আসেন, তাহাদের কাজ মূলত শিক্ষামানকে ক্রমে নিম্নগামী করা।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি এক শিক্ষক সম্মেলনে জানাইয়াছেন, ক্রমান্বয়ে শিক্ষকতা পেশায় অধিক মেধাবীদের আকৃষ্ট করা ও তাহাদের ধরিয়া রাখার উদ্যোগ নেবে সরকার। কারণ জাতির ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করিয়া গড়িয়া তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব শিক্ষকসমাজকেই পালন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। ইহা সত্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে সর্বস্তরের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার বহুলাংশে উন্নতি হইয়াছে। তবে ইহাই যথেষ্ট নয়। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা এবং ধরিয়া রাখার লক্ষ্যে অন্য যে কোনো পেশার তুলনায় শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা বাড়াইতে হইবে অবশ্যই। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মর্যাদা এমন একটি বিষয় যাহা কেবল অন্যের দ্বারা প্রদান করিলে কার্যকর হয় না, বরং অর্জন ও রক্ষা করিতে হয়। আমাদের শিক্ষক সমাজ সার্বিক অর্থে সেই মর্যাদা অর্জন এবং রক্ষার ব্যাপারে কতখানি সচেতন, আজকের বাস্তবতায় ইহাও প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রাথমিক পর্যায় হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এক শ্রেণীর শিক্ষক সম্পর্কে এমন অনেক অভিযোগ রহিয়াছে, যাহা তাহাদের পেশাগত মর্যাদা এবং নৈতিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন আউট করিয়া নকলের মাধ্যমে, লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়া কিংবা অন্য কোনো অসদুপায় অবলম্বন করিয়া যাহারা শিক্ষকতার মহান পেশায় আসিতেছেন, তাহারা শিক্ষা ব্যবস্থার কলুষ বৃদ্ধি করিতেছেন মাত্র। এইরূপ শিক্ষকদের তো বিসমিল্লাতেই গলদ। তাহাদের কর্তব্যবোধ এবং নৈতিকতা নিয়া প্রশ্ন তোলা বাহুল্য মাত্র। তবে নগদ লেনদেনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্কুল পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জড়িত থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। একে অন্যকে দোষ দিয়া লাভ হইবে না। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য রোধে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই দায়িত্ববান ও কঠোর হইতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।